সংবাদ
তারিখ : 9 JUL 2008
পৃষ্ঠা – কলাম –

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মন্ত্রণালয়ের প্রতিপক্ষ নয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারাদেশের ৭৩৪টি স্কুলের স্বীকৃতি বাতিল করেছে। ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৫ জনের কম পাস করেছে এবং একজনও পাস করেনি–এ দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে বাতিলের তালিকায়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক যুগ্ম সচিব মিডিয়াকে বলেছেন, সরকারি আইন অনুযায়ী ৫০ জনের কম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং সর্বনিম্ন ১৫ জনও পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত। কিন্তু শাস্তি প্রদান সরকারের উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে না পারলে কিছুতেই পার পাবে না এসব প্রতিষ্ঠান। ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেও একটি তালিকা তৈরি হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সহযোগী একটি দৈনিকের প্রতিবেদককে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় ৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

স্বীকৃতি বাতিলের শাস্তি দেয়ার আগে এসএসসির ফল প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোকে শোকজ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৭৫টি স্কুল শোকজের কোন জবাব দেয়নি। বাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩৩৬টির জবাব ছিল অগ্রহণযোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক দুটি চিঠিতে স্বীকৃতি বাতিলের চিঠি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক ১৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল হয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে। ঢাকা বোর্ডে ১১২টি, বরিশাল বোর্ডে ১০৬টি, সিলেট বোর্ডে ৪৭টি, যশোর বোর্ডে ৪৫টি এবং কুমিল্লা বোর্ডে ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে।

স্বীকৃতি বাতিলের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি আর কোন আর্থিক সুবিধা পাবে না। এসব মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে আর কোন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন এবং ফরম পূরণ বন্ধ থাকবে। তবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু স্বীকৃতি বাতিলের নির্দেশের ফলে বিদ্যালয়গুলোর নবম এবং দশম শ্রেণীতে পাঠদানসহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার কোন উল্লেখ চিঠিতে নেই। তবে এ বছর নিবন্ধিত শিক্ষার্থীরা হয়তো অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবেন–এমন একটি ধারণা দিয়েছেন বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তা।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন, মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ওগুলোর ওপর আরোপিত শাস্তি আপনা-আপনি প্রত্যাহার হয়ে যাবে। স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থার ওপর শিক্ষা উপদেষ্টার ভরসা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের নেই। কারণ শিক্ষা উপদেষ্টা কথাটা বলেছেন হাওয়ার ওপর। মানোন্নয়নের কথা বলেছেন কিন্তু মানোন্নয়নে তার মন্ত্রণালয় কী সহযোগিতা করতে পারে, কী পরিবেশ তৈরি করতে পারে যাতে শাস্তি পাওয়া স্কুলগুলোর মান উন্নীত হয় এবং মানোন্নয়ন আদপেই হচ্ছে কি না সেটা মনিটর করার কি ব্যবস্থা নিয়েছে তার মন্ত্রণালয় তার কোন ব্যাখ্যাই দেননি তিনি। যেন শাস্তি দেয়াটাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ কিন্তু স্কুলগুলোর মানোন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। বস্তুত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব যে বলেছেন, 'শাস্তি প্রদান সরকারের উদ্দেশ্য নয়'–এ কথার ওপরও আমাদের কোন আস্থা নেই। কারণ, শুধু শাস্তি প্রদানই যদি সরকারের উদ্দেশ্যে না হতো তাহলে শাস্তি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর মানোন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিও থাকত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু সেরকম কোন পরিকল্পনা বা কর্মসূচি শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়েছে এমনটি বলার কোন উপায় নেই। দেখা যাচ্ছে এখানে শাস্তি দেয়াটাই প্রধান ব্যাপার হয়ে গেছে, শোধরানো নয়। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোকে প্রতিপক্ষ বানানো হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের একতরফা সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নই। কারণ এর ফলে শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হবে। শাস্তি পাওয়া স্কুলগুলো সবই গ্রামের স্কুল। এই স্কুলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক, অবকাঠামোগত, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা যেমন নিম্ন পর্যায়ের, তেমনি পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যাও অপ্রতুল। শুধু সরকারি সাহায্য বা সুবিধা দিয়েই তো আর শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। এমনিতেই আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের দূরত্ব প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। শহরের স্কুলের তুলনায় গ্রামের স্কুলগুলো ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। গ্রামীণ স্কুলগুলোকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে সরকারের শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাম-শহরের এই বৈষম্য যে আরও বৃদ্ধি করবে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা জানি না সেটাই শিক্ষা উপদেষ্টা বা সরকারের উদ্দেশ্য কি না। তবে তা যদি না হয়, পাস করতে পারেনি বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পঙ্গু করে রাখার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি, শাস্তি দেয়া হয়েছে কিন্তু শাস্তির পর এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নার্সিং করে, মনিটরিং করে, সহযোগিতা দিয়ে তাদের মান উন্নীত করার কাজটিও সরকারকেই করতে হবে। তা না হলে প্রতিপক্ষ বানানোর যে নীতি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অগ্রসর হচ্ছে তাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু সুবিধাভোগী ও শহরকেন্দ্রিকই হবে না, পঙ্গুও হয়ে যাবে।